দলিত কিশোরী গঠণ প্রকল্প

দলিত কিশোরী বার্তা

For Internal Circulation Only

বর্ষ ১, সংখ্যা ১

বার্তা প্রকাশ ঃ জুলাই ২০১৩

সম্পাদক ঃ
দিপালী দাস
দলিত কিশোরী গঠন প্রকল্প

কিছু কথা.....১

আমার প্রত্যাশা.....২

দলিত কিশোরী গঠণ প্রকল্প.....২

আমার পণ.....২

আমার ভবিষ্যৎ.....৩

দলিত কিশোরীদের অতি অত্যাচার.....৩

আমার জীবন.....৪

বাস্তবতায় আমি.....৪

কিছু কথা...

শহরের সৌখিন সভ্যতা থেকে দূরে অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে বসবাসরত ও নাগরিক সুবিধা বঞ্চিত দলিত কিশোরীরা। যাদের জীবন অতিবাহিত হয় পাওয়া না পাওয়ার অনেক বেদনা এবং বাল্যবিবাহের মত কঠিন এক সামাজিক ব্যাধীকে সঙ্গী করে। নিজের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা প্রকাশের কোন সুযোগ নেই বললে চলে। এ ছাড়া জ্ঞান হওয়ার পর থেকে তারা দেখে আসছে, নিজের পরিবার-পরিজনদের প্রতি সমাজের প্রভাবশালীদের ঘৃণ্য দৃষ্টি-ভঙ্গি। যার প্রতি ফলন ঘটে তাদের শিক্ষা গ্রহন স্থানে (বিদ্যালয়) এবং চলার পথে। যে কারণে তাদের মানসিকতায় আসে সংকীর্ণতা, ভয় পায় নিজের পরিচয় দিতে সমাজের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত অসম্মান আর ব্যঙ্গ বিদ্রুপের শিকার হতে হয়। যেহেতু গ্রামে কিশোরী এবং তাদের অভিভাবকদের সাথে আমার বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়, সেহেতু আমি বলতে পারি এই কিশোরীরা আর একটা বড় সমস্যায় ভোগে। এরা কিশোরী বয়সে পদার্পণ করতেই অধিকাংশ কিশোরীরা পরিবারিক ঘনিষ্টতা থেকে অনেকটা দূরে সরে যায়। সুতরাং পারিবারিক সু-সম্পর্ক আর সামাজিক অবহেলার ব্যবধানে এই কিশোরীরা এক নিষ্ঠুর পরিস্থিতির শিকার হয়।

অগত্যা ভাগ্যকে দোষী করে মেনে নেয় সবকিছু এবং নিজেকে গুটিয়ে রাখে পালক বিহীন কপোতীর মতো। ভুলে যায় নিজেদের ইচ্ছে, স্বপ্ন ও মুক্তির কথা। এ ভাবে মৃত্যু ঘটে শত শত দলিত কিশোরীদের প্রতিভা।

অন্যদিকে পরিবারিক সম্পর্কের দূরত্ব আর সামাজিক বৈষম্যের দোটানার মাঝে কিশোরীরা হারিয়ে ফেলে পরিস্থিতি মোকাবেলার সাহস ও মনোবল। তবে একটু আনুকূল্য পেলে, এই কিশোরীদের জীবন হবে উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় এবং ফিরে পারে মানুষ হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করবার দৃঢ় প্রত্যয়। "দলিত কিশোরী গঠন প্রকল্প" একটা ছোট্ট প্রয়াস। যার মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করি তাঁদের শারীরিক ও মানসিক অবসাদের সমব্যাথী হয়ে "বন্ধুত্বের" একটা সেতু গড়তে। বিদ্রোহি কবি কাজী নজরুলের সংগ্রামী উক্তি "জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা" যেন এই কিশোরীদের মাঝেও প্রকাশ পায়। আমার বিশ্বাস, একদিন সকল বাঁধা অতিক্রম করে অন্তত একজন, সেই বহ্নিশিখার মত বেরিয়ে আসবে। সেই প্রত্যাশা কামনা করি।

"ছড়িয়ে পড়ুক আলোক ছটা বন্ধ হোক দলিত কিশোরীদের প্রতি সহিংসতা"

দলিত কিশোরীরা বাঁচতে চায়, কারণ আমরাও মানুষ

আমার প্রত্যাশা

আমি দলিত সম্পদায়ের একজন মেয়ে। দলিত বলতে বুঝায় ঋষি, নাপিত, কাওরা, সুইপার, বেহারা ধোপাসহ যতপ্রকার নিচু জাতি আছে, তাদের। দলিত কিশোরীদের অনেক স্বপ্ন থাকে কিন্তু সেই স্বপ্ন পূরণের অন্তরায় বাল্য বিবাহ। সব মেয়েরা কম-বেশী বাইরে বের হলেই ইভটিজিং এর শিকার হয়। তার মধ্যে বেশীর ভাগ দলিত সমাজের মেয়েরা স্কুলে যাওয়ার পথে ইভটিজিং-এর শিকার হয়। আমাদের বাল্য বিবাহের অন্যতম কারণ নিজের গ্রামের ছেলেদের দ্বারা উত্যক্ত হই। আমাদের সমাজে অনেক কু-সংস্কার আছে যেমন সাবালিকা মেয়ে ঘরে থাকলে সংসারে অমঙ্গল হয়। সুতরাং অপ্রাপ্ত বয়সে মা-বাবা মেয়েদেরকে বিয়ে দিয়ে দেয়। এই সব কারণে নিজেদের স্বপ্ন পূরণ করতে পারি পারি না। আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যায়। তাই আমাদের অঙ্গীকার দলিত কিশোরী গঠন প্রকল্পের মাধ্যমে লেখাপড়া শিখে সমাজকে কু-সংস্কার মুক্ত করে নিজেকে মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করব। যারা এই দলিত সম্প্রদায়ের মেয়েদেরকে যোগ্য ভাবে গড়ে উঠার জন্য সহযোগীতার হাত বাড়িয়েছেন সেই উপকারী বন্ধুদের জনাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

সম্পা দাস
দশম শ্রেণী
সাবদিয়া, কেশবপুর

দলিত কিশোরী গঠন প্রকল্প

আমি আমার স্বপ্ন পূরণ এবং উন্নয়নের কথা এখানে তুলে ধরছি। আমি একজন দলিত মেয়ে। আমার নাম কাঞ্চন দাস আমি "দলিত কিশোরী গঠন প্রকল্পের" সাথে কাজ করছি ৪ বছর ধরে, সংগঠক হিসেবে। উক্ত প্রকল্পের দায়িত্ব পালন করেন দিপালী দাস। শুধু তাই নয় তিনি আমার শিক্ষিকা ও ছিলেন তখন এই প্রোগ্রামে আমিও একজন ছাত্রী ছিলাম। আজকে যে আমি "কিশোরী গঠন প্রকল্পের" সাথে যুক্ত হয়েছি এর পিছনে শুধু তারই অবদান বেশী। শুধু দিপালী মাসির সাহায্য ও অনুপ্রেরণায় আজ আমি সংগ্রাম করে এখানে দাঁড়িয়েছি। তিনি আমাকে স্বপ্ন দেখতে সাহস যুগিয়েছেন। আমিও আমার সম্প্রদায় মেয়েদের পাশে দাঁড়াতে চেষ্টা করছি ও তাদের স্বপ্ন দেখাতে সাহয্য করছি। দিপালী মাসির মত আরও কয়েকজন আমাকে সহায়তা করছেন। তারা হলেন ফাঃ সেরেজো, জের্মানো, লরেন্স, ও লুইজি। আমি তাদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করি। কারণ আমাদের মত অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ায় আর অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখায়। আমি "কিশোরী গঠন প্রকল্পের" সাথে কাজ করে দেখছি যে দলিত সমাজের অনেক পরিবর্তন। যেমন, আগের তুলনায় বাল্য বিবাহ কম হচ্ছে, মেয়রা ঘর থেকে বাইরে বের হচ্ছে। মেয়েরা পড়াশুনার সুযোগ পাচ্ছে আর মা-বাবার ঘরে বোঝা হয়ে থাকছে না। ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও এখন মা-বাবাকে সাহায্য করছে। এই জন্য যারা আমাদের দূর থেকে এই প্রোগ্রামকে চালাতে সাহায্য করছে তাদেরকে জানাই ধন্যবাদ। ঈশ্বর তাদের মঙ্গল করুন।

কাঞ্চন দাস

আমার পণ

দলিত মানে অত্যাচারিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী যেমন ঋষি, কাওরা, ডোম, বেহারা, মেথর, ধোপা এবং নাপিত। অন্য সব জাতি বা সম্প্রদায়ের মেয়েদের মত আমাদেরও আছে সুন্দর ভাবে বেঁচে থাকার অধিকার। দলিত বা নিচু সম্প্রদায়ের মেয়ে বলে আমাদের নানা ভাবে অপমান বিদ্রুপ করা হয়। মুচি বলে যারা আমাদের লজ্জা দিতে চায় তাদের কাছে আমার জিজ্ঞাসাঃ মুচিরা কি মানুষ নয়? অবশ্যই মানুষ! আমাদেরও আছে স্বপ্ন এবং আশা। আমরাও সমাজের উন্নয়ন মূলক কাজে অবদান রাখছি। সকল বাঁধা ও বৈষম্যের দেয়াল ভেঙ্গে দিয়ে একদিন দলিত সমাজকে অন্ধকার মুক্ত করব এবং ন্যায্য অধিকার নিয়ে মর্যাদা-পূর্ণ জীবন যাপন করব। এ আমার পণ।

মায়া দাস, কেশবপুর

আমার ভবিষ্যৎ

আমি একজন খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী। সমাজের প্রভাবশালীরা আমাদেরকে মুচি বলে অবহেলা করে। তারা আমাদের মুচি বলে দূরে ঠেলে দেয়। অনেক সময় তারা আমাদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে। স্কুলে ছেলেমেয়েরা মুচি বলে এবং শিক্ষকরা অসমতার চোখে দেখে। কিন্তু আমি মনে করি যে আমরাও মানুষ সমাজে সুন্দর ভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আমাদেরও আছে। প্রত্যেক মানুষ চায় তার জীবনকে সাফল্যে ভরে দিতে, তেমনটি আমিও চাই। সেই জন্য সাফল্যের উচ্চ শিখরে আহোরন করতে হলে জীবনের লক্ষ্য স্থির করতে হবে। হাল বিহীন নৌকা যেমন নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে না তেমনি লক্ষ্য বিহীন জীবন ও গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে না। খুব ছোট বেলা থেকে আমি আমার জীবনের উদ্দেশ্যের কথা ভেবেছি, সবদিক বিবেচনা করে আমি স্থির করেছি যে আমি একজন আদর্শ শিক্ষিকা হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলব। আমাদের দেশে ভাল শিক্ষক এর অভাবে অনেক ছাত্র/ছাত্রীরা অকালে ঝরে পড়ে। তাছাড়া নারী শিক্ষার উপর থাকবে আমার বিশেষ লক্ষ্য। আমাদের এই পুরুষ শাসিত সমাজে নারীদের কোন মূল্য দেওয়া হয়না। পুরুষেরা ভাবে নারীরা কিছুই করতে পারে না তারা পরিবারের বোঝা। কিন্তু এটা তাদের ভুল ধারনা। পুরুষের পাশাপাশি আমরাও সামনে এগিয়ে যেতে চাই। পিতা-মাতা আমাদের মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দায় মুক্ত হতে চায়। কারণ তারা মনে করে মেয়েরা পরিবারের বড় বোঝা। কিন্তু তারা যদি মেয়েদেরকে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা যায় তাহলে তারা আর পরিবারে বোঝা হবে না। তাই আমাদের সমাজ এবং পরিবারের বুঝা হবে যে, "মেয়েরাও মানুষ"। সুতরাং লেখাপড়া শিখে আমাদেরকে সামনের দিকে যেতে হবে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে।

লাবনী বিশ্বাস
সেনেরগাঁতী
৯ম শ্রেণী

দলিত কিশোরীদের প্রতি অত্যাচার

আমি শান্তা দাস দশম শ্রেণীতে পড়ি। আমি দলিত সম্প্রদায়ের একজন মেয়ে। মেয়েরা যখন শৈশব কাল পার হয়ে কিশোরী বয়সে পা রাখে তখন সব কিশোরী মেয়েরা স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করতে চায়।চায় মুক্ত পাখির মত ডানা মেলে উড়তে। অন্য সব সম্প্রদায়ের মেয়েদের আশা ও স্বপ্ন পূরণ হয়, হয়না শুধু দলিত কিশোরীদের কারণ মা-বাবা অশিক্ষিত বলে, কম বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেয় এবং মেয়েদের যে শারীরিক ক্ষতি হয়, তা তারা বোঝে না। এ ছাড়া আমরা যদি লেখা পড়া করতে চাই তখন অনেকে বলে মেয়েদের লেখাপড়া শিখে কি হবে? বিশেষ করে স্কুলে যাওয়ার পথে বখাটে ছেলেরা আমাদের দেখে বলে "দেখ দেখ মুচির মেয়েরা আবার স্কুলে যাচ্ছে"। "কি হবে এদের পড়ে?" অনেক লোকদের সামনে নানা বাজে কথা বলে আমাদের লজ্জা দেয়। সে কারণে কিশোরীরা অনেক সময় আত্মহত্যার পথ বেঁছে নেয়। আবার দুচোখের জল ফেলে সৃষ্টিকর্তার কাছে অভিযোগ জানায়, "কেন তুমি আমাদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছ" কেন আমাদের প্রতি এমন ব্যবহার করা হয়? কিশোরীরা যখন স্বামীর বাড়ী যায় সেখানেও তাদের সহ্য করতে হয় নানা শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার। দলিত কিশোরীরা বাঁচতে চায় তাই একত্রিত হয়ে বন্ধুত্বের হাত ধরে আমরা সামনের দিকে যেতে চাই এবং মাথ উঁচু করে মানুষের মত মানুষ হতে চাই।

শান্তা দাস
আলতাপোল
কেশবপুর

"জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা"

সমাজের মানুষ যা বলে বলুক, আমি সে সব কথায়

আমরা করব জয়!

জয় ভমী !

আমার জীবন

আমি জবা দাস নবম শ্রেণীর ছাত্রী। আমার বাবা একজন কৃষক। আমরা দুই বোন। আমাদের সমাজে বড় হতে হলে অনেক সদস্যার মধ্যে পড়তে হয়। আমাদের সমাজের মানুষ মনে করে মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দিলে আর কোন সমস্যা থাকবে না অর্থাৎ কেউ কোন খারাপ কথা বলতে পারবে না। এ ছাড়া মেয়েদের যদি বয়স বেশী হয়ে যায় তাহলে তারা বুড়ি হয়ে যায়। তখন কেউ তাদের আর বিয়ে করতে চাইবে না। আমার জীবনের একটি ছোট ঘটনা। আমি যখন স্কুলে যাই, তখন অনেক ছেলে রাস্তায় খারাপ কথা বলে। তখন যদি আমি তার প্রতিবাদ করি আর সেটা যদি কেউ দেখে তাহলে তারা বলে "বাবা, মেয়েটা কত খারাপ, বেয়াদপ এত সাহস যে ছেলেদের মুখে মুখে উত্তর দেয়! " আর এই কথাগুলো যখন মা-বাবার কানে যায় তখন মা-বাবা ভয় পায় আর ভাবে মেয়ের বিয়ে দিলে আর আমাদের বাজে কথা শুনতে হবে না। আর্থিক সমস্যার কারণেও আমার লেখা-পড়ার সমস্যা হচ্ছিল, ঠিক এই সময় আমি এক পথের দিশা খুঁজে পাই। আমার পাশে এসে দাঁড়ায় "দলিত কিশোরী গঠন প্রকল্প"। তারা আমার পড়া-শুনার খরচ ও আলোর পথে চলতে অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে। এই প্রকল্প আমার জীবনে অনেক পরিবর্তন এসছে। এখন আমি বুঝতে পারি শিক্ষা ছাড়া জীবনকে উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। দিদি আমার মা-বাবাকে অনেক বুঝায় সেই জন্য আমার মা-বাবা অনেক সচেতন তারা বলে মেয়েকে বিয়ে দেব না, তাকে শিক্ষিত করে মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তুলব। এখন আমার স্বপ্ন সমাজের মানুষ যা বলে বলুক আমি সে সব কথায় কান দেব না। আমি সু-শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াব।

জবা দাস
কাদিকাঠী
সাতক্ষীরা

বাস্তবতায় আমি

আমি দশম শ্রেণীর ছাত্রী। আমি দরিদ্র পরিবারের কন্যা। অনেক সমস্যার মধ্যে দিয়ে আমার জীবন অতিবাহিত করতে হয়। আমার চলার পথে অনেক সমস্যা আছে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হল বাল্য বিবাহ। রাস্তায় চলার পথে অনেক ছেলেরা বাজে কথা বলে, মাঝে মাঝে মুচি বলেও গালি দেয়। আমাদের সমাজের মানুষ মনে করে যে মেয়েকে অল্প বয়সে বিয়ে দিলে হয়ত কোন সমস্যা থাকবে না। অর্থাৎ মেয়েদের কেউ দূর্নাম দেবে না। কিন্তু আমাদের মা-বাবা এই বিষয় সর্ম্পকে না বুঝে সমাজের মানুষের কথার ভয়ে নিজের মেয়েকে অল্পবয়সে বিয়ে দিয়ে দেয়। তারা একটু ভাবার চেষ্টা করে না যে কম বয়সে বিয়ের ফলে মেয়েটার জীবনে কত সর্বনাশ হতে পারে। দুঃখ-দুর্দশা নেমে আসে।

বিশেষ ভাবে মা-কাকীদের নিজের জীবন দিয়েও অনুভব করেনা বাস্তবতা কি? কিন্তু আমি "দলিত কিশোরী গঠন প্রকল্প" থেকে বাল্য বিবাহের কু-ফল সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছি এবং তার বাস্তব অভিজ্ঞতাও আমার আছে। আমার আশে-পাশে যারা অল্প বয়সে বিয়ের ফলে তারা স্বামী, শ্বশুর ও শ্বাশুড়ীর অনেক নির্যাতন সহ্য করে, তাদের জীবনের দিনগুলো কত কষ্টের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করছে। তবে আজ যদি তারা লেখা-পড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে উপযুক্ত বয়সে বিয়ে করত তাহলে তাদের এই নির্যাতন সহ্য করতে হত না। তাদের এই অবস্থা দেখে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি বাল্য বিবাহ করব না এবং অন্য কাউকে করতে দেব না। আমরা আশা করি বাল্য বিবাহ প্রতিরোধের মাধ্যমে দলিত সামজের মানুষদের সচেতন করে গড়ে তুলব।

সতী দাস
খলিষখালী
তালা, সাতক্ষীরা

পরিত্রাণ PARITTRAN
Vill : Lakshmanpur, P.O: Subhasini Code No : 9420, PS : Tala, Dist : Satkhira, Bangladesh.
গ্রাম : লক্ষণপুর, ডাকঘর-সুভাষিনী কোড নং-৯৪২০, উপজেলা-তালা, জেলা-সাতক্ষীরা, বাংলাদেশ।
Mob : 01720-587100. E-mail : parittran@yahoo.com., www.dalitbangladesh.wordpress.com